দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ 23 SEP 1987
পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

26

মেডিক্যাল কলেজে মাইগ্রেশন প্রথা চালু রয়েছে

॥ ইনকিলাব রিপোর্ট ॥

দেশের মেডিক্যাল কলেজসমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের মাইগ্রেশন নিয়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে যে জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি হয়েছে তা সঠিক নয়।

প্রকৃতপক্ষে রাজধানীর দু'টি মেডিকেল কলেজ ছাড়া দেশের অন্য সব কয়টি মেডিকেল কলেজেই বর্তমানে এ মাইগ্রেশন [illegible] চালু রয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় শি[illegible] [illegible]ভাবকদের

৭ [illegible]

মেডিকেল কলেজ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অসুবিধার কথা বিবেচনা করেই ১৯৮৫ সালের ১২ জানুয়ারী, এমইএইচ/৩ এম-৩/ ৮২/৩৬/১ স্মারকের মাধ্যমে দেশের মেডিকেল কলেজগুলোতে প্রথম মাইগ্রেশন প্রথা চালু করেছে তা অদ্যাবধি চালু রয়েছে।

উল্লেখ্য, মেডিকেল কলেজগুলোর প্রতি শ্রেণীতেই আসন সংখ্যা হচ্ছে ১৫০টি। বর্তমানে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষে ৩২টি আসন খালি থাকায় যথাযথ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ থেকে আগত ২৫ জন ছাত্র-ছাত্রীকে মাইগ্রেশন দেয়া হয়েছে। এবং তা প্রচলিত আইন অনুযায়ী একটি কমিটির মাধ্যমে করা হয়েছে।

এছাড়া মাইগ্রেশন কোন একক কলেজ কর্তৃপক্ষের ব্যাপার নয়। মাইগ্রেশনে ইচ্ছুক একজন ছাত্র যে কলেজ ত্যাগ করে যে কলেজে আসতে চায় এই উভয় কলেজের মাইগ্রেশন কমিটির যৌথ সুপারিশে মাইগ্রেশন বিবেচনা করা হয়। রাজধানীর দু'টি কলেজে মাইগ্রেশন বন্ধ থাকায় ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে মাইগ্রেশন ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীদের ভিড় স্বভাবতঃই বেশী পরিলক্ষিত হয়।

গত ১৬ সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা মাইগ্রেশন প্রথা চালু রাখার পক্ষে মতামত দিয়ে একাডেমিক কাউন্সিলের নিকট একটি আবেদনপত্র পেশ করেছে বলে জানা গেছে।

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের এ মাইগ্রেশনকে নিয়ে সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে উক্ত কলেজের জনৈক ছাত্র যেসব তথ্য পরিবেশন করেছেন কলেজের অধ্যক্ষ জনাব এ, আই, এম, মোফাখখারুল ইসলাম সেসব তথ্যকে ভ্রান্ত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং এ ভুল তথ্য পরিবেশন করে কলেজের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার জন্য তার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন বলে জানিয়েছেন। তিনি বলেন, কলেজ প্রাঙ্গণে কোন উচ্ছৃঙ্খল আচরণ বরদাশত করা হবে না।